সন্ধি ৭

উচ্চারণের সময় কাছাকাছি দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন ঃ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, শত + এক = শতেক, ইতি + আদি = ইত্যাদি। এখানে 'বিদ্যালয়' উদাহরণে 'বিদ্যা' শব্দের শেষ বর্ণ 'আ' এবং 'আলয়' শব্দের প্রথম বর্ণ 'আ' উভয়ে মিলিত হয়ে 'আ' হয়েছে (আ + আ = আ)।

কথা বলার সময় তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি দুই ধ্বনি মিলে এক হয় এবং একটির প্রভাবে অপরটি বদলে যায়। কাছাকাছি বর্ণের এই মিলন সন্ধি নামে অভিহিত।

ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধির ভূমিকা বিদ্যমান। সন্ধি ধ্বনির পরিবর্তন করে ভাষার মাধুর্য ঘটায়।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য ঃ সন্ধির ফলে দুই বর্ণের মিলন ঘটে। এতে শব্দে ধ্বনির সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শব্দের আকারও ছোট হয়ে আসে। নতুন শব্দ গঠনের জন্য সন্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সন্ধি শব্দের অর্থ 'মিলন'। উচ্চারণের বিশেষ প্রবণতার জন্য সন্ধি সংঘটিত হয়। শব্দের উচ্চারণের সময় পর পর একাধিক বর্ণ আসে এবং উচ্চারণের স্রোতে সন্নিহিত মিলনকারী বর্ণগুলো যুক্ত হয়ে থাকে। দুটি বর্ণ মিলিত হয়ে কখনও পূর্ব বর্ণের, কখনও পরবর্ণের রূপ পায়, আবার কখনও একটি তৃতীয় বর্ণের সৃষ্টি হয়। কথা বলার সময় প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনির সঙ্গে পরের শব্দের প্রথম বর্ণের ধ্বনিগত মিলন হয়। এই মিলন চার রকম হতে পারে ঃ

(১) উভয় বর্ণ মিলে এক বর্ণ।

(২) একটি বর্ণ বদলে যায়।

(৩) একটি বর্ণ লোপ পায়।

(৪) উভয় বর্ণের বদল হয়ে একটি নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য ঃ সন্ধির মত সমাসের সহায়তায় নতুন শব্দ গঠন করা হয়। তবে সন্ধিতে যেমন ধ্বনির মিলন ঘটে সমাসে তা হয় না। সমাসে শব্দের বা পদের মিলন ঘটে। সমাস গঠনে শব্দের অর্থের সম্পর্ক আছে। কিন্তু সন্ধিতে শুধু উচ্চারণের দিক বিবেচনা করা হয়।

উচ্চারণের সঙ্গে সন্ধির সম্পর্ক আছে। বাংলা ও সংস্কৃত উচ্চারণ প্রকৃতি এক রকম নয় বলে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলা ও সংস্কৃত সন্ধি ভিন্ন প্রকৃতির। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত বলে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সন্ধি তিন প্রকার— (১) স্বর সন্ধি, (২) ব্যঞ্জন সন্ধি এবং (৩) বিসর্গ সন্ধি।

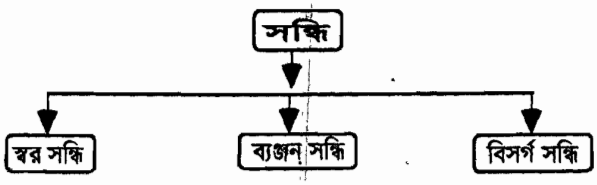

(১) স্বর সন্ধি ঃ স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে স্বর সন্ধি বলে। যেমন ঃ নব + অন্ন = নবান্ন, মহা + আকাশ = মহাকাশ, আশা + অতীত = আশাতীত ইত্যাদি।

(২) ব্যঞ্জন সন্ধি ঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। যেমন ঃ দিক + অন্ত = দিগন্ত, উৎ + নত = উন্নত, সম্ + পদ = সম্পদ ইত্যাদি।

(৩) বিসর্গ সন্ধি ঃ বিসর্গের সঙ্গে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি হয়,তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। যেমন ঃ নিঃ + অবধি = নিরবধি, নিঃ + রোগ = নিরোগ, আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব ইত্যাদি।

বিসর্গ সন্ধিকে ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত মনে করা হয়। খাঁটি বাংলা ভাষায় বিসর্গের উচ্চারণ নেই বলে বাংলায় বিসর্গ সন্ধি হয় না। সংস্কৃত শব্দেই কেবল বিসর্গ সন্ধি হয়ে থাকে।

স্বর সন্ধি

স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে স্বর সন্ধি ঘটে। এজন্য কতকগুলো নিয়ম রয়েছে ঃ

সূত্র -১ ঃ অ-অকার বা আ-কারের পর আ-কার বা অ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। যেমন—

অ + অ = আ	নব + অন্ন = নবান্ন	শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক
	নর + অধম = নরাধম	রূপ + অন্তর =রূপান্তর
	স্ব + অধীন = স্বাধীন	স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর
	চর + অচর = চরাচর	অপর + অপর = অপরাপর
অ + আ = আ	হিম + আলয় = হিমালয়	রত্ন + আকর = রত্নাকর
	সিংহ + আসন = সিংহাসন	জল + আতঙ্ক = জলাতঙ্ক
	কুশ + আসন = কুশাসন	চরণ + আশ্রিত = চরণাশ্রিত
	হত + আশ = হতাশ	যাত + আয়াত = যাতায়াত
আ + অ = আ	মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ	যথা + অর্থ = যথার্থ
	কথা + অমৃত = কথামৃত	তথা + অপি= তথাপি
	আশা + অতীত = আশাতীত	যথা + অযথ = যথাযথ
	মহা + অরণ্য = মহারণ্য	ত্বরা + অন্বিত = ত্বরান্বিত
আ + আ = আ	মহা + আশয় = মহাশয়	ব্যথা + আতুর = ব্যথাতুর
	বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়	সদা + আনন্দ = সদানন্দ
	মহা + আকাশ = মহাকাশ	ক্ষুধা + আতুর = ক্ষুধাতুর
	কারা + আগার =কারাগার	ভাষা + আচার্য = ভাষাচার্য

সূত্র - ২ ঃ ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে ঈ-কার হয়। যেমন—

ই + ই = ঈ	রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র	অধি + ইন = অধীন
	অতি + ইত = অতীত	অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়
	অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট	অতি + ইব = অতীব
	প্রতি + ইতি = প্রতীতি	

ই + ঈ = ঈ	গিরি + ঈশ = গিরীশ	অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
	প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা	অভি + ঈপ্সা = অভীপ্সা
	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ
ঈ + ই = ঈ	শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র	রথী + ইন্দ্র = রথীন্দ্র
	সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র	যোগী + ইন্দ্র =যোগীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ	সতী + ঈশ = সতীশ	শ্রী + ঈশ = শ্রীশ

সূত্র-৩ ঃ উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। যেমন—

উ + উ = ঊ	কটু + উক্তি = কটূক্তি	অনু + উদিত = অনূদিত
	সু + উক্ত = সূক্ত	সু + উক্তি = সূক্তি
	মরু + উদ্যান = মরূদ্যান	গুরু + উপদেশ = গুরূপদেশ
উ + ঊ = ঊ	লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি	

সূত্র-৪ ঃ অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। যেমন—

অ + ই =এ	দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র	শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
	গজ + ইন্দ্র = গজেন্দ্র	স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
	জয় + ইচ্ছা = জয়েচ্ছা	
আ + ই = এ	মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র	যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা
	যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট	
অ + ঈ = এ	অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা	
	গণ + ঈশ = গণেশ	
আ + ঈ = এ	মহা + ঈশ = মহেশ	মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর
	রমা + ঈশ = রমেশ	

সূত্র-৫ ঃ অ-কার বা আ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। যেমন—

অ + উ = ও	পর + উপকার = পরোপকার	নীল + উৎপল = নীলোৎপল
	সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়	অরুণ + উদয় = অরুণোদয়
	হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ	
অ + ঊ = ও	চল + ঊর্মি = চলোর্মি	নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া
	এক + ঊন = একোন	
আ + উ = ও	যথা + উচিত = যথোচিত	যথা + উপযুক্ত= যথোপযুক্ত
	মহা + উৎসব = মহোৎসব	কথা + উপকথন = কথোপকথন
আ + ঊ = ও	গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি	মহা + ঊর্মি = মহোর্মি

সূত্র-৬ ঃ অ-কার বা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে অর হয়। যেমন—

অ + ঋ = অর	দেব + ঋষি = দেবর্ষি	উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ
	সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি	অধম + ঋণ = অধমর্ণ
আ + ঋ = অর	রাজা + ঋষি = রাজর্ষি	মহা + ঋষি = মহর্ষি
	ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত	তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত

সূত্র-৭ ঃ অ-কার বা আ-কারের পর এ-কার বা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। যেমন—

অ + এ = ঐ	জন + এক = জনৈক	সর্ব + এব = সর্বৈব
	হিত + এষী = হিতৈষী	
অ + ঐ = ঐ	মত + ঐক্য = মতৈক্য	রাজ + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য
আ + এ =ঐ	তথা + এবচ = তথৈবচ	
আ + ঐ = ঐ	মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য	

সূত্র-৮ ঃ অ-কার বা আ-কারের পর ও-কার ও ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। যেমন—

অ + ও = ঔ	বন + ওষধি = বনৌষধি	বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বৌষ্ঠ
	জল + ওকা = জলৌকা	
অ + ঔ = ঔ	পরম + ঔষধ = পরমৌষধ	
আ + ও = ঔ	মহা + ওষধি = মহৌষধি	
আ + ঔ = ঔ	মহা + ঔষধ = মহৌষধ	

সূত্র-৯ ঃ ই-কার বা ঈ-কারের পর ই, ঈ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে য (য ফলা) হয়। যেমন—

ই + অ = য	অতি + অন্ত = অত্যন্ত	বি+ অবস্থা = ব্যবস্থা
	আদি + অন্ত = আদ্যন্ত	অধি + অক্ষ = অধ্যক্ষ
ই + আ = য	অতি + আচার = অত্যাচার	পরি + আপ্ত = পর্যাপ্ত
	ইতি + আদি = ইত্যাদি	পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা
	প্রতি + আশা = প্রত্যাশা	
ই + এ = যে	প্রতি + এক = প্রত্যেক	অভি + উদয় = অভ্যুদয়
ই + উ = যু	প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর	
ই + ঊ = যূ	প্রতি + ঊন = ন্যূন	প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ

সূত্র-১০ ঃ উ-কার বা ঊ-কারের পর উ, ঊ ভিন্ন অন্য বর্ণ থাকলে ব-ফলা হয়। যেমন—

উ + অ = ব	অনু + অয় = অন্বয়	মনু + অন্তর = মন্বন্তর
	সু + অল্প = স্বল্প	সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ
উ + আ = বা	সু + আগত = স্বাগত	
উ + এ = বে	অনু + এষণ = অন্বেষণ	

সূত্র-১১ ঃ ঋ-কারের পর ঋ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে র-ফলা হয়। যেমন—

ঋ + আ = রা	পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়	
	পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ	

সূত্র-১২ ঃ স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ-কারের স্থানে অয়, ঐ-কারের স্থানে আয়, ও-কারের স্থানে অব এবং ঔ-কারের স্থানে আব হয়। যেমন—

এ + অ = অয়	শে + অন = শয়ন	বে + অন = বয়ন
	নে + অন = নয়ন	
ঐ + অ = আয়	নৈ + অক = নায়ক	গৈ + অক = গায়ক

ও + অ = অব ভো + অন = ভবন পো + অন = পবন
ঔ + অ = আব পৌ + অক = পাবক
ঔ + ই = আবি নৌ + ইক= নাবিক

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি ঃ সন্ধির প্রচলিত নিয়ম না মেনে যেসব সন্ধি হয় তাকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে। যেমন—

গো + অক্ষ = গবাক্ষ মন + ঈষা = মনীষা
স্ব + ঈয় = স্বীয় স্ব = ঈরিনী = স্বৈরিনী
অন্য + অন্য = অন্যোন্য সীমা + অন্ত = সীমান্ত
প্র + উঢ় = প্রৌঢ় কুল + অটা = কুলটা
মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড স্ব + ঈর = স্বৈর

স্বর সন্ধির কিছু দৃষ্টান্ত

গ্রাম + অঞ্চল = গ্রামাঞ্চল গুরু + উপদেশ = গুরুপদেশ
শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক অন + এক = অনেক
রক্ষণ + আবেক্ষণ = রক্ষণাবেক্ষণ শারদ + উৎসব = শারদোৎসব
অর্ধ + এক = অর্ধেক পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত
কথা + উপকথন = কথোপকথন তথা + অপি = তথাপি
সদা + আনন্দ = সদানন্দ বি + উৎপত্তি = ব্যুৎপত্তি
ভয় + ঋত = ভয়ার্ত মন + অন্তর = মনান্তর
তিল + এক = তিলেক উপরি + উপরি = উপর্যুপরি
প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন জয় + ইচ্ছা = জয়েচ্ছা
প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ বি + অর্থ = ব্যর্থ
মূল + উচ্ছেদ = মূলোচ্ছেদ সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ
অতি + উজ্জ্বল = অত্যুজ্জ্বল

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে সন্ধি হলে তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মগুলো নিম্নরূপ ঃ

সূত্র-১ ঃ ব্যঞ্জনবর্ণের পর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা অন্তঃস্থ বর্ণ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন—

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত , দিক্ + গজ = দিগ্‌গজ, দিক্ + বিদিক = দিগ্বিদিক, ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র,

তদ্ + অন্ত = তদন্ত, সৎ + ভাব = সদ্ভাব, জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু, জীবৎ + দশা = জীবদ্দশা,

বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর।

সূত্র-২ ঃ ন, ম পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন—

বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ, চিৎ + ময় = চিন্ময়, দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্‌নির্ণয়।

সূত্র-৩ ঃ ন, ম পরে থাকলে দ, ধ স্থানে ন হয়। যেমন—
উৎ + নয়ন = উন্নয়ন, উৎ + নতি = উন্নতি, তদ্ +ময় = তন্ময়, মৃদ্ + ময় = মৃন্ময়।

সূত্র-৪ ঃ চ-বর্গ ও ট-বর্গ ছাড়া অন্য বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকলে দ বা ধ-এর স্থানে ৎ হয়। যেমন—
তদ + কাল = তৎকাল, তদ + পর = তৎপর, শরদ্ + কাল = শরৎকাল, মৃদ্ + পাত্র = মৃৎপাত্র, হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড, তদ + সম = তৎসম, উদ + সর্গ = উৎসর্গ, উদ + ফুল্ল = উৎফুল্ল।

সূত্র-৫ ঃ ত বা দ-এর পরে চ বা ছ থাকলে ত বা দ-এর স্থানে চ হয়। যেমন—
সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র, চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র, উৎ + চারণ = উচ্চারণ, উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

সূত্র-৬ ঃ ত বা দ-এর পরে জ থাকলে ত বা দ স্থানে জ্জ হয়। যেমন—

সৎ + জন = সজ্জন	যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন
উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল	বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক।

সূত্র-৭ ঃ ম-এর পরে অন্তঃস্থ বর্ণ থাকলে ম স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন—

সম + যোগ = সংযোগ	কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি
কিম্ + বা = কিংবা	সম্ + বাদ্ = সংবাদ
সম্ + শয় = সংশয়	সম্ + হার = সংহার
সম্ + সদ = সংসদ	বশম্ + বদ = বশংবদ

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎ + কর = তস্কর	হিরণ্য + ময় = হিরণ্ময়
ষট + দশ = ষোড়শ	হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র
এক + দশ = একাদশ	বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি
দিব + লোক = দুল্যোক	

ব্যঞ্জন সন্ধির কিছু দৃষ্টান্ত

উৎ + ধার = উদ্ধার	উৎ + ডীন = উড্ডীন
যাচ্ + না = যাঞ্চা	গম + তব্য = গন্তব্য
শাম + ত = শান্ত	সম + গীত = সঙ্গীত
সম + গতি = সঙ্গতি	মৃত্যুম + জয় = মৃত্যুঞ্জয়
উৎ + শ্বাস্ = উচ্ছ্বাস	উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল
উৎ + লাস = উল্লাস	সম + কলন = সঙ্কলন
সম + চয় = সঞ্চয়	কিম + চিৎ = কিঞ্চিত
সম + ধান = সন্ধান	সম + ন্যাসী = সন্ন্যাসী
সম + মান = সম্মান	উৎ + হত = উদ্ধত
উৎ + হৃত = উদ্ধৃত	উদ + কৃষ্ট = উৎকৃষ্ট
ষষ + থ = ষষ্ঠ	বৃষ + টি = বৃষ্টি
কৃষ + টি = কৃষ্টি	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
পরি + ছদ = পরিচ্ছদ	অন + কিত = অঙ্কিত
হিন + সা = হিংসা	দন + শন = দংশন
সিন + হ = সিংহ	আ + চর্য = আশ্চর্য
গো + পদ = গোষ্পদ	ষট + দশ = ষোড়শ
এক + দশ = একাদশ	

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ সন্ধি বিসর্গের সঙ্গে স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের মিলনে ঘটে। এজন্য কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন—

সূত্র - ১ ঃ চ বা ছ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে শ হয়। যেমন—

নিঃ + চয় = নিশ্চয়, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ, নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন।

সূত্র - ২ ঃ ট বা ঠ পরে থাকলে ষ হয়। যেমন— নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।

সূত্র - ৩ ঃ ত বা থ পরে থাকলে স হয়। যেমন—

নিঃ + তার = নিস্তার, ইতঃ + তত = ইতস্তত, নিঃ + তেজ = নিস্তেজ।

সূত্র - ৪ ঃ অ-কার ও ব্যঞ্জনের মাঝের বিসর্গ উ হয়। যেমন ঃ

মন ঃ + যোগ = মনোযোগ, মনঃ + হর = মনোহর, অধঃ + গতি = অধোগতি,

সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত।

সূত্র - ৫ ঃ অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝের বিসর্গ র হয়। যেমন ঃ

দুঃ + গতি = দুর্গতি, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব।

বিসর্গ সন্ধির কতিপয় দৃষ্টান্ত

সরঃ	+	বর = সরোবর	সরঃ	+	জ = সরোজ
বয়ঃ	+	জ্যেষ্ঠ = বায়োজ্যেষ্ঠ	পুনঃ	+	চ = পুনশ্চ
নিঃ	+	অবধি = নিরবধি	দুঃ	+	অবস্থা = দুরবস্থা
নিঃ	+	জন = নির্জন	দুঃ	+	নীতি = দুর্নীতি
পুনঃ	+	আগমন = পুনরাগমন	নিঃ	+	রোগ = নিরোগ
নিঃ	+	কাম = নিষ্কাম	দুঃ	+	কৃতি = দুষ্কৃতি
চতুঃ	+	পার্শ্ব = চতুষ্পার্শ	মনঃ	+	কষ্ট = মনোকষ্ট
স্বতঃ	+	ফূর্ত = স্বতস্ফূর্ত	দুঃ	+	সাধ্য = দুঃসাধ্য
তিরঃ	+	কার = তিরস্কার	পুরঃ	+	কার = পুরস্কার
অহঃ	+	রাত্র = অহোরাত্র	অহঃ	+	অহ = অহরহ
ভাঃ	+	কর =ভাস্কর	অতঃ	+	এব = অতএব

বাংলা সন্ধি

সন্ধির নিয়ম সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়। তাই সন্ধির নিয়মে এক শব্দে রূপায়িত করা যায় না। বাংলায় দুটি বর্ণ মিলিত না হলেও পাশাপাশি থাকতে পারে। পাঁচ জন = পাঁজ্জন উচ্চারণ করা হলেও লেখার সময় এক শব্দে না লিখে আলাদাভাবে 'পাঁচ জন ' লেখা হয়। তেমনি রাত + দিন = রাদ্দিন উচ্চারণ করা হলেও লেখা হয় 'রাত দিন'। খাঁটি বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের কিছু নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে। এগুলোকে বাংলা সন্ধি বলে অভিহিত করা যায়। এ ধরনের সন্ধির কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হল।

বাংলা স্বরসন্ধি

সূত্র - ১ ঃ দুই স্বরের মিলনে এক স্বর লোপ পায়। যেমন—

কুড়ি + এক = কুড়িক　　দুই + এক = দুয়েক

যা + ইচ্ছে + তাই = যাচ্ছেতাই।

সূত্র - ২ ঃ আকারান্ত শব্দে এক প্রত্যয় যুক্ত হলে পূর্বস্বর লোপ পায়। যেমন—

আধ + এক = আধেক　　আর + এক = আরেক

শত + এক = শতেক　　খান + এক = খানেক

সূত্র - ৩ ঃ শব্দের অন্ত অ-কার লোপ পেলে পরবর্তী স্বর আগেই হসন্ত বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন—

তেমন + ই = তেমনি　　যেমন + ই =যেমনি

তখন + ই = তখনি

বাংলা স্বরসন্ধির কিছু দৃষ্টান্ত

বঙ্গ + আল =বাঙ্গাল　　কাম + আর = কামার

নাগর + আলি = নাগরালি　　কত + এক = কতেক

খানি + এক = খানিক　　দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর

ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী　　চাষ + আবাদ = চাষাবাদ

বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি

বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি অধিকাংশ সমীকরণ ও বর্ণলোপের পর্যায়ভুক্ত। খাঁটি বাংলার নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গি অনুসারে যে সব ব্যঞ্জন সন্ধি ঘটে তা অধিকাংশই উচ্চারণে সীমাবদ্ধ থাকে, লেখায় ব্যবহৃত হয় না।

কিছু বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ

কাঁচা + কলা = কাঁচকলা　　মিশি + কাল = মিশকাল

ছোট + দা = ছোড়দা　　বদ + জাত = বজ্জাত

কুৎ + সিৎ = কুচ্ছিত　　জুয়া + চোর = জোচ্চোর

ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়　　ভরা + পেট = ভরপেট

ভরা + দুপুর =ভরদুপুর　　বেশি + কম = বেশকম

নাতি + জামাই = নাতজামাই　　চারি + টি = চাট্টি।

বিসর্গ (ঃ) চিহ্নের ব্যবহার ঃ বাংলা বানানে বিসর্গের ব্যবহারে বেশ বৈচিত্র্য আছে। বিসর্গ সন্ধির নিয়মে কোথাও কোথাও বিসর্গ লোপ পায় বা পরিবর্তিত হয়। যেমন—

মনঃ + রম = মনোরম　　নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

কোথাও কোথাও বিসর্গ থেকে যায়। যেমন—প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল।

আজকাল বাংলা বানানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষের বিসর্গ (ঃ) না লেখার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— প্রধানত, প্রথমত, আপাতত, বস্তুত, মূলত, সাধারণত ইত্যাদি।

সন্ধি বিচ্ছেদের উদাহরণ

অতএব = অতঃ + এব
অতীত = অতি + ইত
অতীব = অতি + ইব
অত্যন্ত = অতি + অন্ত
অত্যুক্তি = অতি + উক্তি
অন্বয় = অনু + অয়
অন্বিত = অনু + ইত
অন্বেষণ = অনু + এষণ
অনেক = অন + এক
অর্ধেক = অর্ধ + এক
অন্যান্য = অন্য + অন্য
অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট
অত্যাচার = অতি + আচার
অত্যধিক = অতি + অধিক
অপরাপর = অপর + অপর
অভ্যুদয় = অভি + উদয়
অভ্যুত্থান = অভি + উত্থান
অহংকার = অহম্ + কার
অলংকার = অলম্ + কার
অদ্যাবধি = অদ্য + অবধি
অধস্তন = অধঃ + তন
অন্তর্গত = অন্তঃ + গত
অধীশ্বর = অধি + ঈশ্বর
অধোগতি = অধঃ + গতি
অন্তর্দাহ = অন্তঃ + দাহ
অন্তরঙ্গ= অন্তঃ + অঙ্গ
অহর্নিশ = অহঃ + নিশ
অনূদিত = অনু+ উদিত
উল্লেখ = উৎ + লেখ
উল্লাস = উৎ + লাস
উত্থান = উৎ + স্থান
উত্থিত = উৎ + স্থিত
উদ্ধার = উৎ + হার
উদ্যম = উৎ + যম

উদ্যোগ = উৎ + যোগ
উদ্ধত = উৎ + হত
উদ্ধৃত = উৎ + হৃত
উৎসর্গ = উৎ + সর্গ
উন্মেষ = উদ্ + মিষ্ + অ
উন্মাদ = উৎ + মদ্ + অ
অধমর্ণ = অধম + ঋণ
অন্তর্ধান = অন্তঃ + ধান
অক্ষৌহিণী = অক্ষ + ঊহিণী
অহরহ = অহঃ + অহঃ
আরেক = আর + এক
আধেক = আধ + এক
আর্য = ঋষি + অ
আদ্যন্ত = আদি + অন্ত
আকৃষ্ট =আ + কৃষ্ + ত
আশ্চর্য = আ + চর্য
আজকাল = আজ + কাল
আস্পদ = আঃ +পদ
আদিষ্ট = আ + দিশ্ + ত
আচ্ছাদন = আ + ছাদন
আশাতীত = আশা + অতীত
আশীর্বাদ = আশিস্ + বাদ
আবিষ্কার = আবিঃ + কার
আবির্ভাব = আবিঃ + ভাব
আয়ুষ্কাল = আয়ুঃ + কাল
ইতস্তত = ইতঃ + ততঃ
ইত্যাদি = ইতি +আদি
ঈশ্বর = ঈশ + বর
ঈদগাহ = ঈদ্ + গাহ
উক্ত = বচ + ক্ত
উচ্চ = উৎ + চিৎ + অ
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস
উচ্ছেদ = উৎ + ছেদ

উচ্ছন্ন = উৎ + সন্ন
উষর = উষ্ + র
ঋতু = ঋ + তু
একান্ত = এক + অন্ত
একাদশ = এক + দশ
একচ্ছত্র = এক + ছত্র
একত্রিত = একত্র + ই
একাহারী = এক + আহারী
একোন = এক + ঊন
ঐক্য = এক + য
ঐচ্ছিক = ইচ্ছা + ইক
ঐতিহ্য = ইতিহ্ + য
ঐহিক = ইহ + ইক
উন্মূল = উৎ + মূল
উড্ডীন = উৎ +ডীন
উন্নত = উৎ + নত
উন্নীত = উৎ + নীত
উন্নয়ন = উৎ + নয়ন
উচ্চারণ = উৎ + চারণ
উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল
উত্থাপন = উৎ + স্থাপন
উদ্বন্ধন = উৎ +বন্ধন
উদ্ঘাটন = উৎ + ঘাটন
উড্ডীয়মান = উৎ + ডীয়মান
উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
উপবাস = উপ + বস্ + অ
উৎকৃষ্ট = উৎ +কৃষ +ত
উপর্যুপরি = উপরি + উপরি
উহ্য = উহ্ + য
ঊর্মি = ঋ + মি
ঊর্ণনাভ = উর্ণ + নাভ
ঊনাশি = ঊন +আশি
কথামৃত = কথা + অমৃত
কারাগার = কারা + আগার
কাঁচকলা =কাঁচা + কলা

কুশাসন = কুশ + আসন
কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা
কিংবদন্তী = কিম্ + বদন্তী
কথোপকথন= কথা + উপকথন
ক্ষুদ্র = ক্ষুদ্ + র
ক্ষুব্ধ = ক্ষুভ্ +ত
ক্ষয় = ক্ষি + অ
ক্ষান্ত = ক্ষম্ + ত
ক্ষিপ্ত = ক্ষিপ্ + ত
ক্ষত = ক্ষণ্ + ত
ক্ষতি = ক্ষণ্ + তি
ক্ষুধা = ক্ষুধ + আ
ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
খেচর = খে + চর + অ
খনেক = খন + এক
খানেক = খানি + এক
খানিক = খান + ইক
গণ্য = গণ্ + য
গতি = গম্ +তি
গদ্য = গদ্ + য
ঐকান্তিক = একান্ত + ইক
ঐতিহাসিক = ইতিহাস + ইক
ঐন্দ্রজালিক = ইন্দ্রজাল + ইক
ঐশ্বর্য = ঈশ্বর + য
ঐশ্বরিক = ঈশ্বর + ইক
ওজস্বী = ওজস্ + বিন
ওষধি = ওষ্ + ধা + ই
ঔষ্ঠ = ওষ্ঠ্য + য
ঔদ্ধত্য = উদ্ধত + য
ঔচিত্য = উচিত + য
ঔৎসুক্য = উৎসুক + য
ঔরস = উর + অ
কর্তা = কৃ + তৃচ
কর্ম = কৃ + মণ
কৃষ্টি = কৃষ্ + তি

কিংবা = কিম্ + বা
কুলটা = কুল + অটা
কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ
কুড়িক = কুড়ি + এক
গামছা = গা + মুছ্ + আ
গোস্পদ =গো + পদ
গবাদি = গো + আদি
গবাক্ষ = গো + অক্ষ
গন্তব্য = গম্ + তব্য
গিরিশ = গিরি + ঈশ
গৈরিক = গিরি + ইক
গোমেদ = গো + মিদ
গবেষণা = গো + এষণা
গত্যন্তর =গতি + অন্তর
গ্রামাঞ্চল = গ্রাম + অঞ্চল
গুরূপদেশ = গুরু + উপদেশ
ঘ্রাণ = ঘ্রা + আন
ঘর্ম = ঘৃ + ম
ঘর্ষণ = ঘৃষ্ + অন
ঘটক = ঘট্ + অক
ঘটকালি = ঘটক + আলি
ঘোড়দৌড় = ঘোড়া + দৌড়
চন্দ্র = চন্দ্ + র
চয়ন = চি + অন
চাক্ষুস = চাক্ষুস + অ
চতুর্থ = চতুর + থ
চরিত্র = চর + ইত্র
গীতি = গৈ + তি
গ্রন্থি = গ্রন্থ্ + ই
চিরায়ত = চির + আয়ত
চচ্চড়ি = চড় + চড়ি
চুনারি = চুন্ + আরি
চতুর্দশ = চতুর + দশন্
চতুষ্পদ = চতুর +পদ
চতুর্দোলা = চতুর + দোলা

চতুর্মুখ = চতুর + মুখ
চতুর্ভুজ = চতুর + ভুজ
চতুষ্কোণ = চতুর + কোণ
চাষাবাদ = চাষ + আবাদ
ছাত্র = ছত্র + অ
ছাত্রাবাস = ছাত্র + আবাস
ছত্রছায়া = ছত্র + ছায়া
ছোঁড়দা = ছোট + দাদা
ছেলেমি = ছেলে + আমি
জনক = জন্ + অক
জনৈক = জন + এক
জগন্নাথ = জগৎ + নাথ
জগন্ময় = জগৎ + ময়
জগদ্দল = জগৎ + দল
জগদ্বন্ধু = জগৎ + বন্ধু
জবড়জং = জবড় + জং
জলাশয় =জল + আশয়
জাতিপুঞ্জ = জাতি + পুঞ্জ
জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ + ময়
জ্যোতির্বিদ = জ্যোতিঃ + বিদ
জীবদ্দশা = জীবৎ + দশা
তরুচ্ছায়া = তরু + ছায়া
তপোবন = তপঃ +বন
ততোধিক = ততঃ + অধিক
তিলেক = তিল + এক
তিরোভাব = তিরঃ + ভাব
তিরোধান = তিরঃ + ধান
তিরস্কার = তিরঃ + কার
তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত
তেজস্কর = তেজঃ + কর
তেজস্ক্রিয় = তেজঃ + ক্রিয়
ত্রৈমাসিক = ত্রৈমাস + ইক
থানা = স্থান + আ
থোতনা = থুত্নি + আ
চামার = চাম্ + আর

চিন্ময় = চিৎ +ময়
ঝঞ্ঝা = ঝম্ + ঝট্ + আ
ঝঞ্ঝাট = ঝঞ্ঝা + ট
ঝরণা = ঝর + না
ঝনৎকার = ঝনৎ + কার
টাকশাল = টাক + শাল
টেকসই = টেক + সই
ঠকবাজ = ঠক + বাজ
ঠুনকা = ঠুন্ + কা
ডাকঘর = ডাক + ঘর
ডাকাত = ডাক +আইত
ডিঙি = ডিঙা + ই
ঢাকাই = ঢাকা + আই
ঢাকেশ্বরী = ঢাকা + ঈশ্বরী
ঢুলী = ঢোল + ই
ঢেঁকিশাল = ঢেঁকি + শাল
তন্বী = তনু + ই
তন্ময় = তৎ + ময়
তস্কর = তৎ + কর
তদ্রূপ = তৎ + রূপ
তদ্ধিত = তৎ + হিত
তদ্ভব = তৎ + ভব
তৎপর = তৎ + পর
তৎসম = তৎ + সম
তৎকাল = তৎ + কাল
তথাপি = তথা + অপি
তথৈব = তথা + এব
তদন্ত = তদ্ + অন্ত
তপস্যা = তপস + য + আ
তপস্বী = তপস্ + বিন
দুর্বার = দুঃ + বার
দুর্বোধ = দুঃ + বোধ
দুর্দিন = দুঃ + দিন
দুস্কর = দুঃ + কর
দুর্নীতি = দুঃ + নীতি

দুর্গতি = দুঃ + গতি
দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা
দুরন্ত =দুঃ + অন্ত
ধন্না = ধর্ + না
ধনুর্বিদ্যা = ধনুঃ + বিদ্যা
নয়ন = নে + অন
দিগন্ত = দিক্ + অন্ত
দিগ্বিজয় = দিক্ + বিজয়
দিগ্বিদিক = দিক্ + বিদিক
দিকভ্রান্ত = দিক্ + ভ্রান্ত
দুগ্ধ = দুহ্ + ক্ত
দুঃস্থ = দুঃ + স্থ
দুস্তর = দুঃ + তর
দুর্যোগ = দুঃ + যোগ
দুর্জন = দুঃ + জন
দুর্দম = দুঃ + দম
দুশ্চিন্তা = দুঃ + চিন্তা
নিস্তার = নিঃ + তার
নিস্তব্ধ = নি + স্তন্ভ + ক্ত
নির্জন = নিঃ + জন
নির্দয় = নিঃ + দয়
নির্বাক = নিঃ + বাক
নিরীহ = নির্ + ঈহ
নিঃস্ব = নিঃ + স্ব
নিঃসঙ্গ = নিঃ + সঙ্গ
নিগ্রহ = নিঃ + গ্রহ + অ
নিবৃত = নি + বৃ + ক্ত
নবীন = নব + ঈন
নাটক = নট + ষ্ণ + ক
নরাধম = নর + অধম
নরোত্তম = নর + উত্তম
নমনীয় = নম + অনীয়
নিপীড়ন = নি + পীড়ন
নভস্তল = নভঃ + তল
নমস্কার = নমঃ + কার

নিরাময় = নির্ + আময়
নিরাকার = নির্ + আকার
নিরাপদ = নিঃ + আপদ
নিরবধি = নির + অবধি
নিঃসন্দেহ = নিঃ + সন্দেহ
নিরুদ্বেগ = নিঃ + উদ্বেগ
প্রাপ্তি = প্র + আপ্তি
প্রেক্ষা = প্র + ঈক্ষা
পবন = পো + অন
প্রেষণ = প্র + এষণ
নবান্ন = নব + অন্ন
নশ্বর = নশ্ + বর
নর্তক = নৃত + অক
নর্তকী = নর্তক + ঈ
নায়ক = নৈ + অক
নাবিক = নৌ + ইক
নাস্তিক = নাস্তি + ক
নিশ্চয় = নিঃ + চয়
নিষ্পাপ = নি ঃ + পাপ
নিস্তেজ = নিঃ + তেজ
নিরোগ = নিঃ + রোগ
নিষ্ঠুর = নিঃ + ঠুর
নিষ্ফল = নিঃ + ফল
নিশ্চিত = নিঃ + চিত
নিষ্প্রাণ = নিঃ + প্রাণ
নিষ্কর = নিঃ + কর
নিন্দুক = নিন্দা + উক
নীরস = নিঃ + রস
নীরব = নিঃ + রব
প্রত্যেক = প্রতি + এক
প্রত্যহ = প্রতি + অহ
প্রত্যূষ = প্রতি + ঊষ
প্রত্যুক্তি = প্রতি + উক্তি
প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা
প্রত্যাশা = প্রতি + আশা

পাচক = পাচ + অক
পাঁচেক = পাঁচ + এক
পাবক = পো + অক
পুনঃশ্চ = পুনঃ + চ
পদ্ধতি = পৎ + হতি
পুনর্বার =পুনঃ + বার
পুনর্জন্ম = পুরঃ + জন্ম
পরস্পর = পর + পর
পুরস্কার = পুনঃ + কার
পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ
প্রতিচ্ছবি = প্রতি + ছবি
প্রত্যাখ্যান = প্রতি + আখ্যান
প্রত্যুপকার = প্রতি + উপকার
পিত্রালয় = পিতৃ + আলয়
পবিত্র = পো + ইত্র
পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা
প্রত্যুত্তর = প্রতি + উত্তর
পরোপকার = পর + উপকার
বক্তা = বচ্ + তৃ
বন্ধু = বন্ধ + উ
ব্যর্থ = বি + অর্থ
বৃষ্টি = বৃষ্ + তি
বক্তৃতা = বক্তৃ + তা
বাঙ্গাল = বঙ্গ + আল
বর্জন = বৃজ্ + অন
বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
বজ্জাত = বদ + জাত
বারেক = বার + এক
বয়ন = বে + অন
বীরেন্দ্র = বীর + ইন্দ্র
বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়
বহিষ্কার = বহিঃ + কার
বহিষ্কৃত = বহিঃ + কৃত
বহির্গত = বহিঃ + গত
বেশকম = বেশি + কম

বনৌষধি = বন + ঔষধি
বাগদত্তা = বাক্ + দত্তা
বশংবদ = বশং + বদ
বিদ্যুদ্বেগ = বিদ্যুৎ + বেগ
বয়ঃসন্ধি = বয়ঃ + সন্ধি
বাগদান = বাক্ +দান
বয়োবৃদ্ধ = বয়ঃ + বৃদ্ধ
ভক্তি = ভজ্ + তি
ভয় = ভী + অ
ভাত = ভা + ত
ভাস্কর = ভাস্ + কর
ভয়ার্ত = ভয় + ঋত
ভাবুক = ভাব + উক
ভুক্ত = ভুজ্ + ত
ভাগ্য = ভজ্ + য
ভিক্ষা = ভিক্ষ্ + অ + আ
মরূদ্যান = মরু + উদ্যান
রূপসী = রূপ + সী
রাজ্ঞী = রাজ্ + নী
রাজর্ষি = রাজা + ঋষি
রূপালী = রূপা + আলী
প্রায়শ্চিত্ত = প্রায়শ্+ চিত্ত
পর্যালোচনা = পরি + আলোচনা
পরিষ্কার = পরিঃ + কার
পরিচ্ছদ = পরি + ছদ
প্রান্তঃকাল = প্রাতঃ +কাল
প্রাতঃরাশ = প্রাতঃ + রাশ
পুনরায় = পুনঃ + রায়
প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ + বদা
ফলন = ফল্ + অন
ফলন্ত = ফল্ + অন্ত
ফলাহার = ফল + আহার
ফলোদয় = ফল + উদয়
মহোৎসব = মহা + উৎসব
মহৌষধ = মহা + ঔষধ

মহাশয় = মহা +আশয়
মতানৈক্য = মত + অনৈক্য
মুখচ্ছবি = মুখ + ছবি
মূলোচ্ছেদ = মূল +উচ্ছেদ
মিশকাল = মিশি + কাল
মিথ্যা = মিথ্ + য + আ
মুক্ত = মুচ্ + ত
মুখ = মুখ + ষ্ণ্য
মহত্ত্ব = মহা + ব
মহার্ঘ = মহৎ + অর্ঘ
মনীষা = মনস্ + ঈষা
মিথ্যুক = মিথ্যা + উক
মতৈক্য = মত + ঐক্য
মৃন্ময় = মৃৎ +ময়
মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড
মেয়েলি = মেয়ে + আলি
মন্বন্তর = মনু + অন্তর
মনান্তর = মন + অন্তর
মনোহর = মনঃ + হর
মনস্তাপ = মনঃ + তাপ
মনস্কাম = মনঃ +কাম
মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট
মনোরম = মনঃ + রম
মনোযোগ = মনঃ + যোগ
যাবজ্জীবন = যাবৎ + জীবন
যথোচিত = যথা + উচিত
যথার্থ = যথা + অর্থ
যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট
রত্নাকর = রত্ন + আকর
লক্ষ্য = লক্ষ + য
লয় = লী + অ
লবণ = লো + অন
লেখক = লিখ্ + অক
লুকোচুরি = লুকা + চুরি
লুপ্ত = লুপ্ + ত

শশাঙ্ক = শশ + অঙ্ক
শোকার্ত = শোক + ঋত
শয্যা = শী + য + আ
শঙ্কা = শম্ + কা
শয়ন = শী + অন
শ্রবণ = শ্রু + অন
শুভেচ্ছা = শুভ + ইচ্ছা
শতেক = শত + এক
শীতার্ত = শীত + ঋত
শাঁখারী = শাঁখ + আরী
ষষ্ঠ = ষষ্ + থ
ষোড়শ = ষট্ + দশ
ষড়ঋতু = ষট্ + ঋতু
ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র
ষান্মাসিক = ষট্ +মাস + ইক
সম্বন্ধ = সম্ + বন্ধ
সংলগ্ন = সম্ + লগ্ন
স্বাগত = সু + আগত
সপ্তর্ষি = সপ্ত + ঋষি
স্বরান্ত = স্বর + অন্ত
সদ্ভাব = সৎ + ভাব
সীমান্ত = সীমা + অন্ত
সংবর্ধনা = সম্ + বর্ধনা
সংকলন = সম্ + কলন
সংঘাত = সম্ + ঘাত
সংঘর্ষ = সম্ + ঘর্ষ
সংযোগ = সম্ + যোগ
সংঘটন = সম্ + ঘটন
সংসদ = সম্ + সদ
সন্ত্রাস = সম্ + ত্রাস
সর্বংসহা = সর্বং + সহা
সংস্কৃত = সম্ + কৃত
যাচ্ঞা = যাচ্ + না
যথেচ্ছা = যথা + ইচ্ছা
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
স্বৈর = স্ব + ঈর

স্বচ্ছ = সু + অচ্ছ
স্বল্প = সু + অল্প
সংশোধন = সম্ + শোধন
সংজ্ঞা = সম্ + জ্ঞা
সংখ্যা = সম্ +খ্যা
সিংহ = সিম্ + হ
সিক্ত = সিচ্ + ত
স্বার্থ = সু+ অর্থ
সঞ্চয় = সম্ + চয়
সন্তোষ = সম্ + তোষ
সন্ধান = সম্ + ধান
সংবাদ = সম + বাদ
সংযম = সম্ + যম
সংলাপ = সম্ + লাপ
সংশয় = সম্ + শয়
সংস্কার = সম্ + কার
সংগীত = সম্ + গীত
সম্মান = সম্ + মান
সম্রাট = সম্ + রাট
সংসার = সম্ + সার
সংহার = সম্ + হার
সন্ন্যাস = সম্ + ন্যাস
সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়
সিংহাসন = সিংহ + আসন
সদানন্দ = সদা + আনন্দ
সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত
সর্বৈব = সর্ব + এব
হিতৈষী = হিত + এষী
হিমাদ্রি = হিম + আদ্র
হিতাহিত = হিত + অহিত
হিতোপদেশ = হিত + উপদেশ
হিমাচল = হিম + অচল
হিংসা = হিন্ + সা
হিংসুক = হিংসা + উক

অনুশীলনী

১। সন্ধি বলতে কি বোঝ ? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। সন্ধি কাকে বলে ? সন্ধি কয় প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেকের দুটি করে উদাহরণ দাও।

৩। সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৪। স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি কাকে বলে ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৫। বাঙালির মৌখিক ভাষার বাক্য প্রবাহ থেকে বিভিন্ন প্রকার সন্ধির উদাহরণ নিয়ে বাংলা ভাষায় কেন সন্ধি সংঘটিত হয়, তার তত্ত্ব নির্ণয় কর।

৬। সন্ধি কর ঃ জন + এক, মিথ্যা + উক, যথা +উচিত, অতি + ইত, পরি + আলোচনা, সু + অল্প, নে + অন, উৎ + খাত, তপঃ + বন, দুঃ + যোগ, নিঃ + কর, দিক + অন্ত, শুভ + ইচ্ছা, মহা + ঔষধ, ইতি + আদি, সু + আগত, উৎ + লাল, সম + বাদ, পরঃ + পর।

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

যথেষ্ট, অলঙ্কার, নায়ক, চিন্ময়, উমেশ, মহর্ষি, নিশ্চয়, সংবাদ, অধীশ্বর, ক্ষুধার্ত, বাগদত্তা, অদ্যাবধি, আদ্যন্ত, পরীক্ষা, পাঁজন, সপ্তর্ষি, তন্বী গবাদি, ষড়ঋতু, পরিচ্ছদ, উচ্চারণ, মৃন্ময়, দুরন্ত, নিরাময়, ষষ্ঠ, মনোহর, হিমাচল, উজ্জ্বল, সংহার, নীরব, প্রত্যুষ. অন্বয়, পুরস্কার, শাঁখারী, স্বাগত, উদ্ধার, তস্কর. পাঠাগার, গায়ক, অত্যন্ত, দৈনিক, সৌভাগ্য, প্রত্যেক, পবন, গবাক্ষ, উল্লাস, সরোবর, যথোচিত, নাবিক, বিচ্ছেদ, মনীষী, একাদশ, শিরশ্ছেদ, বিদ্যালয়, হিংসুক, যথার্থ, জনৈক, অধমর্ণ, দুস্তর, সংখ্যা, ইত্যাদি. ষোড়শ. উদ্যোগ, প্রতিচ্ছবি, কটূক্তি, সংশয়, বৃষ্টি, অন্বেষণ, হিমাদি, পবিত্র, মহৌষধ, উত্থান, দ্যুলোক, প্রশংসা, সংযোগ, পুনরায়, নির্বাণ, গবেষণা, শ্রবণ, সিংহ. শুভেচ্ছা, মনোযোগ, মহোৎসব, উৎকৃষ্ট, সিংহাসন, দুঃখার্ত, অন্বিত, দুগ্ধ, আশীর্বাদ, যাচ্ছেতাই, ঢাকেশ্বরী, উচ্ছ্বাস, পিত্রালয়, ভাবুক, চতুষ্পদ, দিগন্ত, বৃহস্পতি, শয়ন, বোনাই, রূপালি, নরাধম, তপোবন, শীতার্ত, তচ্ছবি, বনৌষধি, মতানৈক্য, যথেচ্ছা, রত্নাকর, সূর্যোদয়, জনৈক, আদ্যন্ত, সজ্জন, দিগন্ত, অন্তর্গত, শ্রবণ, প্রৌঢ়, স্বাগত, নিরীহ, পরোপকার, সর্বৈব, পরীক্ষা, পৃথীশ, নিজস্ত, বাজ্ঞী।

৮। নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলতে কি বোঝ ? স্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধির দুটি করে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উল্লেখ কর।

৯। সংজ্ঞা ও উদাহরণ লেখ ঃ স্বর সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি, বিসর্গ সন্ধি।